দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 1-1-AUG-2007 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ৪ ...

এমপিওভুক্তির আশ্বাস দিয়ে গরিব শিক্ষকদের টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ

মোশতাক আহমেদ ॥ বিদ্যালয় জাতীয়করণ ও শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির আশ্বাস দিয়ে খুব অল্পের সাধারণ গরিব শিক্ষকদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ উঠেছে বাংলাদেশ বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির বিএনপি-জামায়াত সমর্থক মহাসচিবের বিরুদ্ধে। এতে বিদ্যালয় জাতীয়করণ তো হয়নি উল্টো টাকা চাইতে গিয়ে এখন শিক্ষকরা মারধরের শিকার হচ্ছেন। অসহায় এই শিক্ষকরা এ বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে অভিযোগপত্র দাখিলের পর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে তদন্তের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরীক্ষণ ইউনিটের মহাসচিবকে নির্দেশ দিয়েছে। শুধু তাই নয় বর্তমান নির্দলীয় সরকারের আমলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতো প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ, কমিটিতে নিয়োগপ্রাপ্ত ও মনোনীত রাজনৈতিক সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ ও মনোনয়ন বাতিলের নিয়ম জারি হলেও ইউনিয়ন বিএনপির উপদেষ্টা উক্ত অতিযুক্ত ব্যক্তি এখনও কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ বিষয়েও তদন্ত হচ্ছে বলে জানা গেছে।

সূত্রমতে কিছুদিন আগে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি মহাসচিবের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান বরাবর অভিযোগপত্র দাখিল করেন ভুক্তভোগী শিক্ষকদের পক্ষে নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলার, শালনগ্রাম পূর্বপাড়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আমিনুর রহমান। মোট সাত স্কুলের শিক্ষকদের পক্ষে এই অভিযোগ করা হয়। অভিযোগপত্রে আমিনুর রহমান বলেন, ২০০৫ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশ বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মহাসচিব ও বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য উক্ত ব্যক্তি আমাদের জানান, জোট সরকার নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অল্প সংখ্যক বিদ্যালয়ের তালিকা তৈরি করে ২০০৫ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে জাতীয়করণের ঘোষণা দেয়া হবে। শর্ত হলো প্রতি বিদ্যালয়ের জন্য এক লাখ টাকা

জোট সমর্থক প্রাথমিক শিক্ষক মহাসচিবের কার্যকলাপের তদন্ত করা হচ্ছে

অতি গোপনে তাঁর হাতে দিতে হবে। তখন শিক্ষকরা জানান, এত টাকা এক সঙ্গে দেয়া সম্ভব হবে না। তখন মহাসচিব বলেন, "আপনারা বিদ্যালয়ে গিয়ে সহকারী শিক্ষকদের পরামর্শ করে যদি পারেন তাহলে কমপক্ষে অর্ধেক বা দুই-তৃতীয়াংশ টাকা জমা দিলে বিদ্যালয়ের নাম তালিকা করা হবে আর বাকি যা থাকবে জাতীয়করণ ঘোষণা দেয়ার পর দিতে পারবেন। আর যদি কাজ না হয় তাহলে চাওয়া মাত্রই টাকা ফেরত দেয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী ম্যাডামের (সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া) সঙ্গে আমার চূড়ান্ত কথা হয়েছে।" এ কথা শোনার পর আমরা

(৩ পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

এমপিওভুক্তির

(১২-এর পাতার পর)

বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের সঙ্গে পরামর্শ করে একমত হয়ে অতি কষ্টে জরুরীভাবে টাকা সংগ্রহ করে বিভিন্ন তারিখে গিয়ে ৮৪ নং নবাবপুর রোড (আবাসিক হোটেল নিগার) ৫ম তলা, ৭১ নং রুমে নিজ নিজ বিদ্যালয়ের টাকা মহাসচিবের হাতে জমা দেই। অভিযোগপত্রে জানানো হয়, এই রুমে বর্তমানেও মহাসচিব থাকেন। শালনগ্রাম পূর্বপাড়া রেজিস্ট্রার প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ মোট সাতটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কাছ থেকে তিন লাখ ৭২ হাজার আট শ' টাকা মহাসচিব গ্রহণ করে বলে অভিযোগপত্রে বলা হয়। কিন্তু টাকা দেয়ার পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে খোঁজ খবর জানতে চাইলে বিভিন্ন কথা বলে বুঝিয়ে দেন।২০০৬ সালের বাজেটের পর আমরা মহাসচিবকে বললাম "ভাই এ কাজ আর হবে না। আমাদের টাকা ফেরত দেন।" তখন উনি আমাদের ধমক দিয়ে বলেন যে, জোট সরকারের বিদায়ের তারিখ পর্যন্ত আমরা দেখব। আপনারা টাকার জন্য ভয় পেয়েছেন? কাজ না হলে অবশ্যই আপনাদের টাকা আমি ফেরত দেব। এরপর জোট সরকারের ক্ষমতা থেকে বিদায় নেয়ার পরে সাক্ষাত করলে গত বছরের ৩০ ডিসেম্বর টাকা ফেরত দেয়ার তারিখ দিয়েছিলেন। ঐ তারিখে দেখা করলে চলতি বছরের ৩০ জানুয়ারি তারিখ দেন। এই তারিখে দেখা করলে উনি টাকার আলাপ না করে গালিগালাজ করে আমাদের চর থাপ্পড় মারেন এবং ভয়ভীতি প্রদর্শন করেন। বলেন যে এই সমস্ত টাকার ডকুমেন্ট নেই, টাকা দিতে পারব না, তোমরা যা পার কর। বর্তমানে দেশের অবস্থা ভাল নয়, বেশি কথা বলাবলি করলে তোমরাই বিপদে পড়বে। জাতীয়করণ না হওয়া এবং টাকা না পেয়ে এসব অসহায় শিক্ষক এখন পরিবার পরিজন নিয়ে অনাহারে,অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে বলে অভিযোগে বলা হয়।